কর্ণাটকে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি

বেঙ্গালুরু, ১৩ জুন ঃ জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর কর্ণাটক বিধানসভায় ফের শক্তি বাড়ল কংগ্রেসের। বুধবার জয়নগর আসনে বিজেপি প্রার্থী বিএন প্রহ্লাদকে ২৮০০–রও বেশি ভোটে পরাজিত করেন কংগ্রেসের সৌম্যা রেড্ডি। এই জয়ের ফলে বিধানসভায় কংগ্রেসের আসনসংখ্যা বেড়ে হল ৮০। জয়নগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিএন বিজয়কুমারের মৃত্যুর কারণে গত ১২ মে ওই আসনে ভোটগ্রহণ স্থগিত রেখেছিল নির্বাচন কমিশন। গত সোমবার ওই আসনে ভোট হয়। রাজ্যে জোট সরকার হলেও গোড়ায় কংগ্রেসের পাশাপাশি জেডিএস–ও এই আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু পরে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেয় তারা। এদিন জয়ের পর সৌম্যা রেড্ডিকে অভিনন্দন জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বরা।এর আগে রাজারাজেশ্বরী নগর আসনেও জয়ী হয় কংগ্রেস। নির্বাচনের আগে ওই কেন্দ্রের একটি আবাসন থেকে ১০ হাজার ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনার জেরে ভোটগ্রহণ স্থগিত রেখেছিল কমিশন। জেডিএস অবশ্য এই আসনে আলাদা প্রার্থী দিয়েছিল। তবে তারা তৃতীয় হয়। জয়নগর আসনে জয়ী হওয়ার পর বেঙ্গালুরুর ২৮টি আসনের ১৫টিতেই জয়ী হল কংগ্রেস।

ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ ৭ দিনের ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। গ্রিস, সুরিনাম এবং কিউবায় যাচ্ছেন তিনি। বিদেশমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুব্রত ভট্টাচার্য জানান, ১৬ জুন, শনিবারই ত্রিদেশীয় সফরের জন্য রওনা দেবেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ। প্রথমে তিনি গ্রিসে যাবেন এবং সেখানে চারদিন থাকবেন। তারপর ১৯ তারিখ তিনি গ্রীস থেকে সুরিনাম যাবেন। সেখানে তিনদিন থেকে ২১ তারিখ যাবেন কিউবায়।

বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রিসে প্রায় ১২ হাজার ভারতীয়ের বাস। তাই ১৭ জুন এক আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে অনাবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তৃতা দেবেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ। তারপর সেখানকার ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলি পরিদর্শন করবেন। ১৮ জুন, সোমবার গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সিস সিপরাস এবং বিরোধী দলনেতার সঙ্গেও দেখা করবেন কোবিন্দ। ১৯ জুন ভারত–গ্রিস সিইওদের বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তব্য রাখবেন কোবিন্দ। সুব্রত ভট্টাচার্য জানান, কোবিন্দের গ্রিস সফরে ৩টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ ১৯ জুন গ্রিস সফর শেষ করে সুরিনাম যাবেন এবং সেখানে তিনদিন থাকবেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে কোবিন্দের লাতিন আমেরিকার কোনো দেশে এটাই প্রথম সফর। এই সফরে ৭–৮টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। সুরিনাম থেকে ২১ জুন দু–দিনের সফরে কিউবা যাবেন রাষ্ট্রপতি। কিউবার সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বার্মুডেজের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন এবং ৪টি দ্বিপাক্ষিক মউ স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর।

সদস্যপদ খোয়ালেন জেটলি, পাওয়ার

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ অভিজাত দিল্লি গলফ ক্লাবের সদস্যপদ খোয়ালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ও আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ। ক্লাব সদস্যের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কমল নাথ, এনসিপি সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, তাঁর কন্যা তথা সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, বিক্ষুব্ধ বিজেপি সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, ক্রিকেট প্রশাসক তথা কংগ্রেস নেতা রাজীব শুক্লা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম। এক সার্কুলারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত সদস্য এবং তাঁদের স্বামী বা স্ত্রীকে কোনোরকম সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না ক্লাবের তরফে। এ ব্যাপারে দিল্লি গলফ ক্লাবের সম্পাদক রাজীব হোরা জানিয়েছেন, যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত সদস্য। কেন্দ্রের তরফেই তাঁদের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। লুটিয়েন্স দিল্লির এই ক্লাবের প্রায় ২০০ জন সদস্য সরকার মনোনীত। ক্লাবের কোনো সিদ্ধান্তেই এই সদস্যদের কোনো ভূমিকা থাকে না। ইউপিএ জমানাতেও ক্লাবের ২৭ জন মনোনীত সদস্যের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। সেসময় কেন্দ্রে আবাসনমন্ত্রী ছিলেন কমল নাথ।

কার্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ এয়ারসেল–ম্যাক্সিস দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস আদালতে এই চার্জশিট দায়ের করা হয়। আগামী ৪ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত কার্তিকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে ইডিকে আগেই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কার্তি ছাড়া আরও চারজনের নাম এই চার্জশিটে রয়েছে। পি চিদম্বরমের নাম অভিযুক্তের তালিকায় না থাকলেও চার্জশিটে একাধিকবার তাঁর নামের উল্লেখ করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী এদিন আদালতকে জানান, তাঁরা পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটও দাখিল করতে পারেন। ইতিমধ্যেই চিদম্বরমকে দু–দিন জেরা করেছে ইডি।

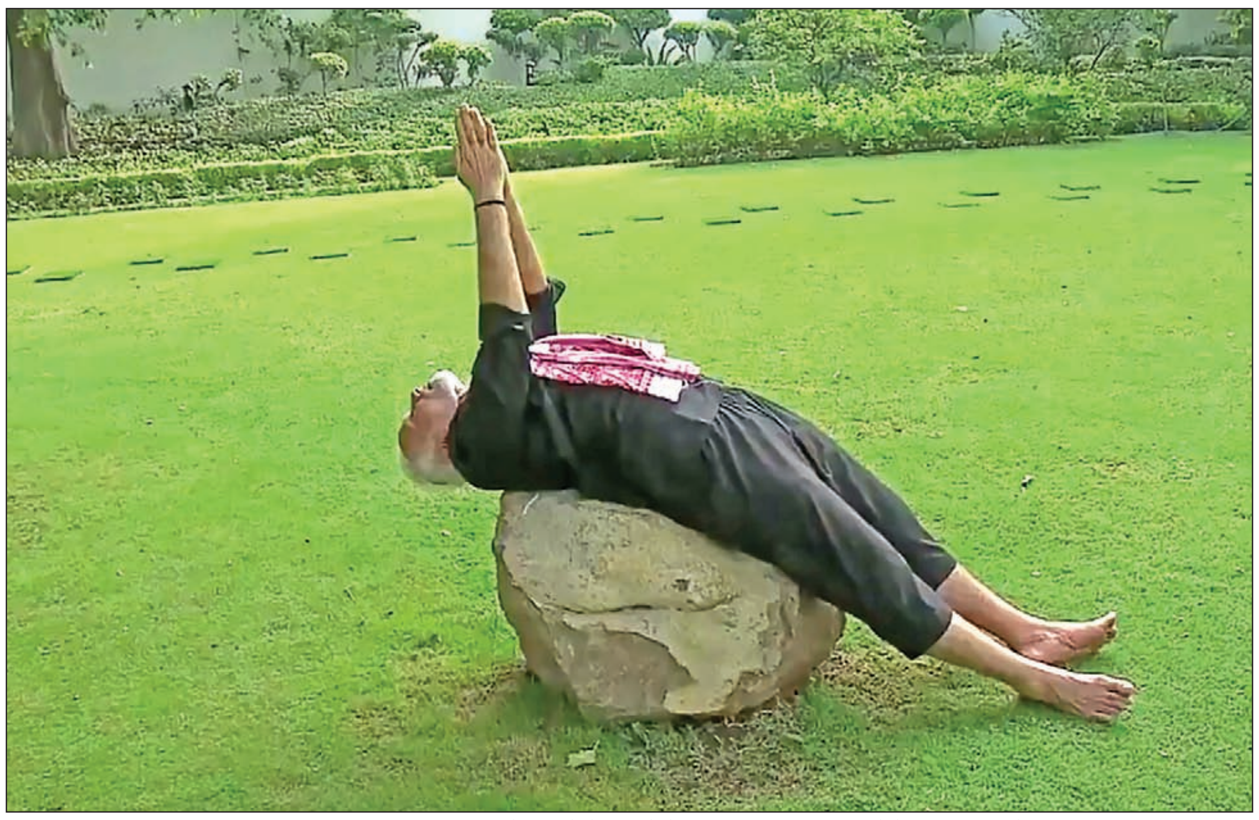

শরীরচর্চায় ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ভিডিয়োই তিনি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। – এএফপি

ফিটনেস চ্যালেঞ্জ মোদির, কৌশলে এড়ালেন কুমারাস্বামী

নয়াদিল্লি ও বেঙ্গালুরু, ১৩ জুন ঃ দেশ শাসন ও রাজনীতির পাশাপাশি শরীরচর্চাকেও সমান গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের শারীরিক সক্ষমতা সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করতে প্রকাশ্যে যোগাভ্যাস করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির ফিটনেস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বুধবার নিজের শারীরিক কসরতের ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। চ্যালেঞ্জ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারাস্বামী সহ আরও অনেককে। মোদির পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, তিনি হাঁটাচলা, স্ট্রেচিং, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম ইত্যাদি করছেন। ভিডিয়োটি পোস্ট করার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নিয়মিত শরীরচর্চা করলে প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

ভিডিয়ো পোস্ট করে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘এই দেখুন আমি রোজ সকালে কীভাবে শরীরচর্চা করে ফিট থাকি। যোগাভ্যাস ছাড়াও, বেশ কিছুক্ষণ দ্রুত হাঁটি, বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামও করি। এর ফলে প্রকৃতির পাঁচটি উপাদান– পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশের সঙ্গে আমার নিবিড় যোগ তৈরি হয়।’

শুধু ভিডিয়ো পোস্ট করেই ক্ষান্ত হননি প্রধানমন্ত্রী। তিনি ফিটনেস দেখানোর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কুমারাস্বামী এবং কমনওয়েল্থ গেমসে সোনাজয়ী টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রা সহ দেশের চল্লিশোর্ধ্ব সব আইপিএস অফিসারকেও।

দেশে এত মুখ্যমন্ত্রী থাকতে, কুমারাস্বামী কেন? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, আসলে এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে মোদি একটি রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছেন কুমারাস্বামী সহ দেশের বিরোধী দলের নেতাদের। মোদি হয়তো মনে করেন, কর্ণাটকের কুরসি দখল করতে কুমারাস্বামী যেভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তাতে রাজনৈতিক নীতিবোধের অভাব রয়েছে। এটা রাজনৈতিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। তা ছাড়া, কুমারস্বামীর সঙ্গে কংগ্রেসের এহেন অস্বাভাবিক জোটের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের উপরেও। এই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক করতেই মজার ছলে কুমারাস্বামীকে ফিটনেস চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকতে পারেন মোদি।

নিজের ফিটনেস চ্যালেঞ্জ নিয়ে টুইটারে মোদি লিখেছেন, ‘দেশবাসীকে অনুরোধ, তাঁরা যেন দিনের কিছুটা সময় শরীরচর্চা করেন। যেকোনো ধরনের ব্যায়াম করলেই শরীর ও মনের একটা পার্থক্য বুঝতে পারবেন।’

তবে প্রধানমন্ত্রীর ফিটনেস চ্যালেঞ্জ কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কুমারাস্বামী। উলটে তিনি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সবরকম সাহায্য চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। টুইট করে কুমারাস্বামী লিখেছেন, ‘দৈনন্দিন ব্যস্ততা সত্ত্বেও আপনি যে আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ভেবেছেন, তার জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বাস করি, সবার জন্যই শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা জরুরি। এই বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সহমত। নিজের শরীর নিয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন। আমার প্রতিদিনের শারীরিক কসরতের অঙ্গ হল যোগাসন ও ট্রেডমিল। তবে তার চেয়েও আমার উদ্‌বেগ বেশি রাজ্যের স্বাস্থ্য নিয়ে। এই বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাইছি।’

অন্য দিকে, মোদির ফিটনেস চ্যালেঞ্জ পেয়ে অভিভূত, আপ্লুত টেবিল টেনিস তারকা মণিকা বাত্রা। তিনি এ দিন বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফিটনেস চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, এটা আমি ভাবতেই পারছি না। আমি দু–এক দিনের মধ্যেই আমার শরীরচর্চার ভিডিয়ো নিশ্চয়ই পোস্ট করব। কিন্তু ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও ফিটনেস নিয়ে এতটা ভাবেন। আমি সত্যি বলতে কি, এমন প্রধানমন্ত্রীর জন্য গর্বিত। কমনওয়েল্থ গেমসে পদক জয়ের পর তিনিই প্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, সেটা আমি কখনও ভুলব না।’

বিশবাঁও জলে বিচারপতি জোশেফের নিয়োগ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ যত সময় যাচ্ছে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কেএম জোশেফের নিয়োগ ঘিরে ততই অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এর আগে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কলেজিয়াম দু–বার বৈঠকে বসলেও এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

আগামী ২২ তারিখ অবসর নিচ্ছেন শীর্ষ আদালতের প্রবীণতম বিচারপতি জে চেলামেশ্বর। কিন্তু তাঁর অবসরের আগে কলেজিয়ামের বৈঠক আদৌ বসবে কি না সেব্যাপারে ঘোরতর অনিশ্চয়তা রয়েছে। গরমের ছুটি শেষে ২ জুলাই সুপ্রিমকোর্ট খুলবে। কিন্তু তার আগে কলেজিয়ামের বৈঠক ডাকা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেননি প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। একটি সূত্রের বক্তব্য, বিচারপতি চেলামেশ্বর এখন হায়দরাবাদে ছুটি কাটাচ্ছেন। আগামী সপ্তাহে তাঁর দিল্লিতে আসার কথা। কিন্তু চলতি সপ্তাহের শেষেই বিদেশসফরে যাওয়ার কথা কলেজিয়ামের অপর সদস্য বিচারপতি এমবি লোকুরের। বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি কুরিয়েন জোশেফও ওই সময় নয়াদিল্লিতে থাকবেন না বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি যদি চান, তাহলে জরুরি ভিত্তিতে কলেজিয়ামের বৈঠক ডাকতে পারেন। যদিও সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিচারপতি চেলামেশ্বর অবসর নিলে কলেজিয়ামের সদস্য হবেন বিচারপতি একে সিক্রি। গত এপ্রিল মাসে বিচারপতি কেএম জোশেফের নামের সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য সুপ্রিমকোর্টের কলেজিয়ামের কাছে ফেরত পাঠায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক। গত ১৬ মে এক বৈঠকে বিচারপতি জোশেফের নামের সুপারিশ পুনরায় কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে নীতিগতভাবে সায় দিয়েছিল কলেজিয়াম। কিন্তু তারপর আর এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদোন্নতি ঘিরে এহেন টালবাহানায় ক্ষুব্ধ বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। যদিও এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে কেন্দ্র। মোদি সরকারের যুক্তি, বিভিন্ন হাইকোর্টের ১১ জন প্রধান বিচারপতি সহ মোট ৪১ জন প্রবীণ বিচারপতিকে টপকে বিচারপতি কেএম জোশেফের নামের সুপারিশ করা হয়েছে। বিচারপতি নিয়োগ ঘিরে জটিলতা কাটাতে প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। অন্য প্রবীণতম বিচারপতিরাও এ ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির কাছে দরবার করেছিলেন।

যোগী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অখিলেশের

লখনউ, ১৩ জুন ঃ সরকারি বাংলো বিকৃত করার অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। সমাজবাদী পার্টির সভাপতির পালটা অভিযোগ, সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিজেপি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

বুধবার অখিলেশ দাবি করেন, তিনি ওই বাড়ি থেকে যা কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সেগুলি সবই তাঁর নিজের টাকায় কেনা। ওই সরকারি বাংলোর কোনো অংশের ক্ষতি তিনি করেননি। যে অংশ আগে থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত ছিল তার ছবি সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অখিলেশ বলেন, ‘যে অবস্থায় আমাকে ওই বাংলোটি দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থাতেই সরকারের কাছে তা ফিরিয়ে দিয়েছি। কাঠের তৈরি মেঝে এবং অন্য সমস্ত কিছু আগের মতোই রয়েছে। আমার সম্মানহানির উদ্দেশ্যে সংবাদমাধ্যমের কাছে বাংলো বিকৃত করার অভিযোগ তোলা হচ্ছে।’ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, সম্প্রতি লখনউয়ে বিক্রমাদিত্য মার্গের সরকারি বাসভবন ছেড়ে অন্য ঠিকানায় উঠে যান অখিলেশ। কিন্তু রাজ্যের এস্টেট দপ্তরের অভিযোগ, বাসভবন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দামি টাইলস, মার্বেল, সুইচবোর্ড, ফলস সিলিং ইত্যাদি খুলে নিয়ে চলে গিয়েছেন তিনি। নষ্ট হওয়া সম্পত্তির বিবরণ জানিয়ে অখিলেশের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়েরও ব্যবস্থা করছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

জাতীয় রাজনীতির অন্যতম এই তরুণ তুর্কির কটাক্ষ, ‘মানুষ প্রেমে অন্ধ হয়ে যায় বলে শুনেছি। কিন্তু ঈর্ষা আর হিংসাতেও মানুষ যে অন্ধ হয়ে যান সেটা আজ দেখতে পাচ্ছি। রাজ্য সরকার বলুক, ওই বাংলো থেকে কী কী জিনিস খোয়া গিয়েছে। আমি হয় তার ক্ষতিপূরণ দেব নয়তো ফিরিয়ে দেব।’ অখিলেশের মুখে এহেন চক্রান্তের অভিযোগ শুনে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থনাথ সিংয়ের পালটা কটাক্ষ,‘এ তো চোরের মায়ের বড়ো গলা। অখিলেশ যাদব রাজ্যের শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি উনি উচ্চশিক্ষিত। কী এমন জিনিস লুকোনো ছিল যে দেয়াল খুঁড়তে হল?’ আয়কর দপ্তরের উচিত, ওই আয়ের উৎস খুঁজে বের করা।’ সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যপাল রাম নায়েকের ভূমিকারও সমালোচনা করেন অখিলেশ। তিনি বলেন, ‘উনি ভালো মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁর মধ্যে আরএসএসের আত্মা ঢুকে যায়। এই সমস্ত মামুলি বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উনি বরং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করুন।’

‘পদ্ম’–র জন্য মনোনীত ১২০৭

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ এবছর ‘পদ্ম’ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন ১২০৭ জন। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর থেকে এঁদের ‘পদ্ম’ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর ‘ভারতরত্ন’ এবং ‘পদ্ম’ পুরস্কারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারীদের নাম মনোনীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। নাম দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে চলতি বছরের ১ মে একটি ওয়েবসাইটও খোলা হয়। সেখানে এখনও পর্যন্ত ‘পদ্ম’ প্রাপক হতে পারেন, এমন ১,৬৫৪ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে থেকেই ১২০৭ জনকে মনোনীত করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষায় দু–নৌকায় পা তত্ত্বেই অনড় দিল্লি

ভারতকে অ্যাপাচে কপ্টার বিক্রি করবে আমেরিকা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন ও মস্কো, দু–পক্ষকেই পাশে চায় দিল্লি। আমেরিকার চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ভারত যে রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক বোঝাপড়া অব্যাহত রাখবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে সাউথ ব্লক। বুধবার ভারত–রাশিয়া যুদ্ধবিমান তৈরির চুক্তির জন্য ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র। অন্যদিকে, মঙ্গলবার ভারতকে অ্যাপাচে সামরিক হেলিকপ্টার বিক্রির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। এর আগে প্রস্তাবটি সেদেশের কংগ্রেসে পাস হয়েছিল। কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে নেওয়া দুই সিদ্ধান্ত ভারতের প্রতিরক্ষা কূটনীতির বড়ো সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, অস্ত্র আমদানি থেকে সরে এসে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ নীতি নিয়েছে ভারত। আগামী দিনে অস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রাংশের একটা বড়ো অংশই এদেশে তৈরি করা হবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৬১ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের জন্য ছাড়পত্র জারি করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও। এর মাধ্যমে অন্তত ১২৭টি যুদ্ধবিমান তৈরি করা হবে। ভারত–রুশ প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় যে বিমানগুলি তৈরি হবে তার প্রাথমিক নকশা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এজন্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। ২০১৯–’২০ সালের মধ্যেই পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমানগুলির চারটি মডেল ভারতের হাতে তুলে দেবে রাশিয়া। পাশাপাশি মিগ–২৯ যুদ্ধবিমানগুলির আধুনিকীকরণের প্রস্তাবও দিয়েছে রাশিয়া। এজন্য ২,০০০ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে।

ভারত–রাশিয়া প্রতিরক্ষা সহযোগিতার মাঝেই দিল্লিকে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার বিক্রির ব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ৬,৩০০ কোটি টাকার চুক্তিতে ৬টি অ্যাপাচে এএইচ–৬৪ই হেলিকপ্টার পাবে ভারত। কয়েকবছর ধরেই আমেরিকার কাছ থেকে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার কেনার চেষ্টা করছিল ভারত। এদেশেই হেলিকপ্টারের বিভিন্ন অংশ তৈরির জন্য মার্কিন সংস্থা বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছে টাটা গোষ্ঠী। তবে মার্কিন প্রশাসনের অনুমোদিত চুক্তিতে আমেরিকা থেকে সরাসরি এই হেলিকপ্টার কেনার কথা বলা হয়েছে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে খবর, অ্যাপাচে হেলিকপ্টার চুক্তির মাধ্যমে বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও ভারতের হাতে আসতে চলেছে। যার মধ্যে রয়েছে, নাইটভিশন প্রযুক্তি, ট্যাংক ও হেলিকপ্টার বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও উন্নতমানের জিপিএস ব্যবস্থা। বর্তমানে আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের অল্প কয়েকটি দেশের কাছেই এই ধরনের উন্নত হেলিকপ্টার রয়েছে। ‘উড়ন্ত ট্যাংক’ নামে পরিচিত অ্যাপাচেতে রয়েছে ৩০০ মিলিমিটারের কামান। এরমধ্যে ভূমি ও আকাশের যে কোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে। অ্যাপাচের হেলিকপ্টার গানশিপের সাহায্যে মিনিটে ৬২৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া সম্ভব।

ট্রাম্পের ক্ষোভ কমানোর পথ খুঁজছে ভারত

ওয়াশিংটন , ১৩ জুন ঃ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য সংঘাত মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ভারত। কয়েকদিনের মধ্যেই এই বিষয় নিয়ে বৈঠকে বসবে দুই দেশ। বুধবার ওয়াশিংটনে একথা জানান ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। দু–দিনের আমেরিকা সফরে গিয়ে সেদেশের বাণিজ্য সচিব উইলবার রস ও বাণিজ্য প্রতিনিধি রবার্ট লাইটজারের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। প্রভু জানিয়েছেন, ‘দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের কিছু শর্ত নিয়ে আমেরিকার আপত্তি রয়েছে। এবিষয়ে আলোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলকে যুক্তরাষ্ট্র সফরে পাঠানো হবে। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দু–দেশ।’ সম্প্রতি জি–৭ সম্মেলনে ভারত–কানাডা সহ কয়েকটি দেশের বিরুদ্ধে মার্কিন পণ্যের উপর বাড়তি কর চাপানোর অভিযোগে সরব হয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট দেশগুলি তাদের জিনিস আমেরিকার বাজারে কম দামে বিক্রি করছে। অথচ তারা নিজেদের বাজারে আমেরিকার পণ্যের প্রবেশ রুখতে চড়া হারে কর বসাচ্ছে। আমেরিকাকে ‘পিগি ব্যাংক’–এর সঙ্গে তুলনা করে ট্রাম্প বলেছেন, ‘সবাই আমেরিকাকে লুট করতে চাইছে। ভারত বেশ কিছু পণ্যের উপর ১০০ শতাংশ কর বসিয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে করের পরিমাণ ৭৫ থেকে ৫০ শতাংশ।’ এই বৈষম্য বন্ধ হওয়া উচিত বলে দাবি করেন ট্রাম্প। আমেরিকার পণ্যের উপর বসানো কর না কমালে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি দেন তিনি।

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পরেই প্রভুর আমেরিকা সফরকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। চলতি সফরে মার্কিন কংগ্রেসের একাধিক প্রভাবশালী সদস্যের সঙ্গেও দেখা করেছেন প্রভু। সেদেশের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, কংগ্রেস সদস্য জন কর্নে ও মার্ক ওয়ার্নারের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী। মার্কিন কৃষিসচিব সোনি পার্ডুর সঙ্গেও দেখা করেছেন তিনি। এদিন ভারত–মার্কিন বণিকসভা আয়োজিত এক সম্মেলনে বক্তৃতা দেন প্রভু।

আইআইটির আসন ভরানো নিয়ে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ আইআইটিগুলির সব আসন পূরণ করা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান জয়েন্ট অ্যাডমিশন বোর্ড (জ্যাব)। সোমবার বিভিন্ন আইআইটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেছিল তারা। সূত্রের খবর, আইআইটির প্রবেশিকা পরীক্ষা জি অ্যাডভান্সে কম পড়ুয়া পাস করায় সব আসন ভরতি করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ২০১৮ সালের জি অ্যাডভান্স পরীক্ষায় বসেছিল ১,৫৫,১৫৮ জন ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে মাত্র ১৮,১৩৮ জন পাস করতে পেরেছেন। জ্যাবের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘গত কয়েকবছর ধরেই আইআইটিগুলিতে কিছু আসন খালি থাকছে। এবছর সেই সংখ্যাটা বাড়তে পারে। ২০১৮ সালে দেশের ২৩টি আইআইটিতে মোট ১১,২৭৯টি আসন রয়েছে। পাস করা পড়ুয়ার সংখ্যা ১৮ হাজারের বেশি হওয়ায় সহজেই সেই আসন পূরণ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হল, অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়তে চায়। পছন্দমতো বিষয় না পেলে তারা ভরতি হয় না। সেই প্রবণতা এবারেও থাকবে। ফলে শেষপর্যন্ত সব আসন পূরণে সমস্যা হতে পারে।’ ওই আধিকারিক জানান, ‘গতবছর যারা আইআইটিগুলিতে ভরতি হয়েছে তাদের সবাই প্রবেশিকা পরীক্ষার মেধাতালিকায় ১৪ হাজারের মধ্যে ছিল। তা সত্ত্বেও কাউন্সেলিং শেষ হওয়ার পর ১২১টি আসন খালি থেকে গিয়েছিল।’

দূতাবাস খুলবে মালয়েশিয়া

কুয়ালালামপুর, ১৩ জুন ঃ উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়ংয়ে ফের দূতাবাস চালু করার কথা জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ। উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উনের সৎভাই কিম জং ন্যামকে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে রাসায়নিক বিষ প্রয়োগ করে হত্যার ঘটনার পর দু–দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। তারপর পিয়ং ইয়ংয়ের দূতাবাসে কাজকর্ম বন্ধ করে দেয় মালয়েশিয়া। কিন্তু এখন মাহাথির জানিয়েছেন ওই দূতাবাস ফের চালু করা হবে। গতবছর এপ্রিল থেকে পিয়ং ইয়ংয়ে মালয়েশিয়ার দূতাবাস খালি পড়ে রয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে দুই মহিলা নার্ভ গ্যাস প্রয়োগ করে ন্যামকে হত্যা করে। মালয়েশিয়ায় এখন ওই দুই মহিলার বিচার চলছে। ওই ঘটনার পর মালয়েশিয়ার পুলিশ তদন্ত শুরু করলে উত্তর কোরিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রদূত তার সমালোচনা করে বলেছিলেন, ন্যাম উত্তর কোরিয়ার একজন সাধারণ নাগরিক এবং তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মালয়েশিয়া তারপর উত্তর কোরিয়া থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠায় এবং নাগরিকদের উপর উত্তর কোরিয়া ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

উত্তরপ্রদেশে উলটে যাওয়া বাস। – পিটিআই

উত্তরপ্রদেশে যাত্রীবোঝাই বাস উলটে মৃত ১৭

লখনউ, ১৩ জুন ঃ ফারুক্কাবাদ যাওয়ার পথে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ১৭ জনের। গুরুতর আহত ৩০ জন। বুধবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর কাছে। পুলিশ জানায়, মৃত ও আহতদের অধিকাংশই ইটভাটার কর্মী। এঁরা নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন। অত্যধিক গতিবেগের জন্যই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। মৈনপুরীর এসিপি ওম প্রকাশ সিং বলেন, দুর্ঘটনায় বাসচালকও গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। কিছুটা সুস্থ হলে তাঁর জবানবন্দি নেওয়া হবে। অন্যদিকে, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতদের যথোপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি রাজস্থানের জয়পুর থেকে উত্তরপ্রদেশের ফারুক্কাবাদ যাচ্ছিল। এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীর কাছে তীর্থপুর গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়েই পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এসিপি জানান, দুর্ঘটনার সময় বাসটিতে প্রায় ৬০–৭০ জন যাত্রী ছিলেন। ঘটনাস্থলেই ১ মহিলা সহ ১৭ জনের মৃত্যু হয়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তবে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত ইরানের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

বন, ১৩ জুন ঃ ইরানে সরকারি নিপীড়নের শিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাদেঘ জিবাকালামকে ‘ফ্রিডম অফ স্পিচ’ অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে জার্মান প্রচারমাধ্যম ডয়চে ভেলে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডয়চে ভেলের অধিকর্তা পিটার লিমবার্গ তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। ডয়চে ভেলেকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য ইরান জিবাকালামকে কারাদণ্ড দিয়েছিল। তারপরও তিনি ইরান সরকারের সমালোচনা চালিয়ে যাওয়ায় সাহসের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পুরস্কার নেওয়ার পর জিবাকালাম ভিন্নমতের মানুষদের বিরুদ্ধে ইরান সরকারের হিংসাত্মক ভূমিকার সমালোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, তাঁর দেশে এখনও মুক্তমনাদের জন্য আশার আলো রয়েছে। ইরানের যেসব গবেষক ও শিল্পী জেলে বন্দি রয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে এই পুরস্কার উৎসর্গ করেন জিবাকালাম।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী রেখা ও কৃতি শ্যানন। – এএফপি

শুধু ডাক্তারের নাম দেখে চিকিৎসা করে ঠকবেন না
সঠিক চিকিৎসার জন্য-ডাক্তারের নাম দেখুন এবং ঔষধ নিন Seal Pack ও MRP দেখে
আমরা দেব World Class মেডিসিন ও ডাক্তার
500 ও 1100 টাকায় ফুল কোর্স
ডাঃ মন্ডল BAMS, Regd. No. 12062
ডাঃ ইসলাম BAMS, Regd. No. 12171
ডাঃ গিরি U. Physician, Regd. No. 52597
100% গ্যারান্টি রেজাল্ট, বিফলে মূল্য ফেরত
অর্শ, ব্যথা, নেশা থেকে চিরমুক্তি
সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্র পতন, স্বপ্নদোষ, ধাতু পাতলা, ক্ষুদ্র লিঙ্গ
American HQ- লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ও জার্মান তেল পাওয়া যায়
উত্তরবঙ্গ আয়ুর্বেদ
শিলিগুড়ি পানি ট্যাঙ্কি মোড় 9733103868

India No. 1 Top Most Best Super SEX স্পেশালিটি হারবাল হোমিও ক্লিনিক
SEX সমস্যায় 100% গ্যারান্টী ট্রিটমেন্ট ৭৫ বছরে বয়সেও।
200/-টাকা মাত্র ১বার
লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র ফ্রী HP তেল লিঙ্গকে 7"-10" লম্বা, 2"- 3"মোটা করে, সেক্স টাইম 30-40 মি. বাড়ে
সহবাসে অক্ষমতা, সপ্নদোষ, ধাতু পাতলা, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ সরু-বাকাঁ, ছোট,
লিঙ্গ শিথিলতার ১০০% গ্যারান্টী রেজাল্ট বিফলে মূল্য ফেরৎ
No side Effect
আনন্দ হার্বাল
শিলিগুড়ি: হিলকার্ট রোড, স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে
81588-17822